জা হি রু ল হা সা ন

ইতিহাসের **খলনায়ক**

প্রথম খণ্ড

নিরো থেকে তৈমুর

৩৭ খ্রিঃ - ১৪০৫ খ্রিঃ

খলনায়কদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে
চোদ্দোশো বছরের ইতিহাস পরিক্রমা

লিইবার ফিয়েরা

উৎসর্গ

কুষ্টিয়ার এসএমএস বন্ধু শ্রীমিলন সরকার
কঠিন অবস্থার মধ্যেও যিনি সারস্বত সাধনায় অবিচল এবং
এই নগণ্য লেখকের মূল্যায়ন করেছেন পরম সহৃদয়তায় ও অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে—
'আপনার ইতিহাসবীক্ষণ ডি ডি কোশাম্বী, ইরফান হাবিব
বা পার্থ চ্যাটার্জিদের মতো নয়,
উক্ত মহাজনদের ধারায় আরও পরিণত প্রয়াস।'

সূচিপত্র

লেখকের কথা ৯

খলনায়ক কারে কয় ১১-২৫

শয়তান ১১, ধর্মগ্রন্থে শয়তান ১২, সাহিত্যে শয়তান ১৩, সবই আপেক্ষিক? ১৪, পরিস্থিতি দায়ী? ১৫, নায়ক না খলনায়ক? ১৬, ভালো-মন্দের দ্বৈততা ১৭, অপরাধী খোঁজা ১৮, সিনেমা পালটেছে, ইতিহাসপাঠ? ১৯, খলনায়ক বাছতে দিশেহারা ২০, খলনায়কের মন ২১, 'অপরাধী' জাতি ২১, মিথমুক্ত ইতিহাস ২৩

নিরো ২৬-৪৪

প্রাচীন প্রজাতন্ত্র ২৮, রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ২৯, মহাখলনায়ক ৩০, মায়ের কাণ্ড ৩০, উত্থান ও পতন ৩১, প্রতিভা সত্ত্বেও লাগামছাড়া ৩২, যখন লাগল আগুন ৩৩, অসামান্য শিল্পী ৩৪, পরবর্তী জমানা ৩৪, খ্রিস্টান ভাষ্য ৩৫, খলনায়ক শিকার ৩৬, ঘুরেফিরে সেই আগুন ৩৬, খ্রিস্টাননিগ্রহ ৩৮, আগে কী সুন্দর ৩৯, শ্রেণিচ্যুত নিরো ৪০, অন্য মুখ ৪১

আটিলা এবং মিহিরকুল ৪৫-৫৮

ইউরোপের চোখে ৪৭, গিবনের বর্ণনা ৪৮, সংস্কৃতির সংঘাত ৪৯, মিহিরকুলের খোঁজে ৫০, যাচাই হয়নি ৫১, রোমাঞ্চকর কাহিনি ৫২, তিন কোটির হত্যাকারী ৫৩, ফাঁপা অভিযোগ ৫৫, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ৫৫, ম্লেচ্ছ রাজা ৫৬

শশাঙ্ক ৫৯-৭৯

গৌড়রাজ্য ৬১, অভিযোগের ফিরিস্তি ৬৩, সময়ের গণ্ডি ৬৪, চতুষ্কোণ দ্বন্দ্ব ৬৫, রাজ্যবর্ধন হত্যা ৬৭, বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ৬৮, কর্ণসুবর্ণে হিউএন-সাং ৭০, বুদ্ধগয়ার অবস্থা ৭১, হত্যার ফয়সালা ৭৩, বঙ্গাব্দের প্রচলন ৭৪ জাতীয় বীর ৭৭

সুলতান মাহমুদ ৮০-১১০

ব্রিটিশ কারসাজি ৮১, গজনি দরজা ৮৩, ধর্মপ্রচার নয় ৮৪, মুসলমান বনাম মুসলমান ৮৪, কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ৮৫, আরও চাই ৮৫, ইতিহাস অতিরঞ্জন ৮৬, সামান্য অবস্থা থেকে ৮৭, ছেলেমানুষি ভুল ৮৭, বোন-ভগিনীপতিকেও কি? ৮৮, বিদ্বানদের প্রতি ৮৯, মিশ্র চরিত্র ৯০, সমকামী কি? ৯০ জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলা ৯১, মাহমুদ-ফেরদৌসি বৃত্তান্ত ৯৩, একটি বইও নয় ৯৪, মহিলা প্রতিপক্ষ ৯৬, ভাইপোকে মৃত্যুদণ্ড ৯৬, খলিফাকেও ছাড়েননি ৯৮, অতিসরলতা? ৯৮, ভারতীয় বীরত্ব ৯৯, আধুনিককালের বিচার ১০০, খলিফার কথা মানেননি ১০১, পরধর্মে হস্তক্ষেপ ১০২, হিন্দু সেনাপতি ১০৩, সীমিত ধর্মান্তরণ ১০৪, প্রজাদের প্রতি ১০৫, যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে ১০৬, শেষ সময় ১০৭

হর্ষদেব ১১১-১৩২

ভারতের নিরো ১১৩, ধর্মস্থান আক্রমণ ১১৪, প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাসগ্রন্থ ১১৪, খুব নির্ভরযোগ্য নয় ১১৫, একমাত্র সূত্র ১১৬, হর্ষকাহিনি ১১৬, রানি দিদ্দা ১১৭, নারীশক্তি ১১৮, পিতা-পুত্র বিরোধ ১১৯, মৃত্যু থেকে ফেরা ১২২, দেবতা থেকে দানব ১২৩, অজাচার ১২৫,আরও অভিযোগ ১২৬, যুদ্ধে পরাজয় ১২৭, হে মহেশ্বর ১২৮, শত্রু রাজবংশের কালে ১২৯, চূড়ান্ত মূল্যায়ন ১২৯

চেঙ্গিজ ১৩৩-১৬৪

মোঙ্গল সাম্রাজ্য ১৩৫, সামাজিক ইতিহাস ১৩৬, ভারতে মোঙ্গল হামলা ১৩৭, খলিফার বিরুদ্ধে আক্রমণ ১৩৯, ভাইয়ের পিঠে তির ১৪০, বউ চুরি ১৪১, প্রাচীন মঙ্গোলীয় গ্রন্থ ১৪২, অপরাধে হাতেখড়ি ১৪২, মানুষ সেদ্ধ ১৪৩, দীর্ঘশ্বাস ফেল কেন? ১৪৪, অহংকারী রানি ১৪৫, মৃত্যুই সবচেয়ে সস্তা ১৪৬, নীল বাঁধানো খাতা ১৪৭, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত ১৪৮, অশুচি মনে করেননি ১৪৯, প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা ১৫০, বিশেষ গুণের অধিকারী ১৫১, দশ হাজার সন্তান-সন্ততি ১৫৩, ইউরোপ-আমেরিকায় চেঙ্গিজ ১৫৪, চিন ও রাশিয়ায় চেঙ্গিজ ১৫৫, ভারতীয় বণিক ১৫৬, কোথাও জবাই কোথাও রেহাই ১৫৭, এমন পুত্র যদি ১৫৯, ইরানের প্রতিশোধ ১৬০, অবিশ্বাস্য সংখ্যা ১৬২

বখতিয়ার খলজি ১৬৫-২০৫

পরিচয় নিয়ে ধাঁধা ১৬৭, গর্‌মশির থেকে দিল্লি ১৭০, লক্ষ্মণসেন-প্রীতি ১৭২, লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ১৭৩, আক্রমণের বছর ১৭৫, আঠারো অশ্বারোহী ১৭৬, হামলার বিবরণ ১৭৭, পরের ইতিহাস ১৭৮, রাজধানী লখনউতি ১৭৯, মেচ বন্ধু ১৮০, তিব্বত অভিযান ১৮১, পাথরের সেতু ১৮২, সলিলসমাধি ১৮৪, পরিকল্পিত আক্রমণ ১৮৫, অভিযানের কাল ১৮৬, রেখে যাওয়া রাজ্য ১৮৭, ইতিহাসে ও জনমানসে বখতিয়ার ১৮৮, প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান ১৮৯, যুদ্ধের বিবরণ ১৯১, কোন সেই বিহার? ১৯২, নালন্দাতেও কি গিয়েছিলেন? ১৯৩, চাঁদ রাজা ১৯৪, নালন্দা ধ্বংসের কারণ ১৯৬, আর-এক অগ্নিদগ্ধ বিহার ১৯৮, তুর্কিরা কি বৌদ্ধবিরোধী? ১৯৯ সংবৃত সত্য ২০০

আলাউদ্দিন খলজি এবং মোহাম্মদ বিন তুঘলক ২০৬-২৪০

উলটো ছবিটা কেমন? ২০৯ জালালুদ্দিন জমানা শুরু ২১১, আর-এক মূল্যবান সূত্র ২১২, আতর মাখিয়ে অভ্যর্থনা ২১৩, ইতিহাসকারের ইতিহাস ২১৪, দরবেশ হত্যা ২১৬, ভালোবাসার প্রতিদানে মৃত্যু ২১৭, দাক্ষিণাত্য বিজয় ২১৮, মালিক কাফুর ও খসরু ২১৯, লোকশ্রুতি না ইতিহাস? ২২০, ধর্মান্ধ বাদশা? ২২১, পদ্মিনী বিতর্ক ২২২, যে-দাগ মোছার নয় ২২৪, প্রশাসনিক সংস্কার ২২৫, মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ ২২৬, চিতোর আক্রমণ ২২৭, ধর্মে অবহেলা ২২৮, হিন্দুদের প্রতি আচরণ ২৩০, মোহাম্মদ বিন তুঘলক ২৩২, হয় সাধু নয় শয়তান ২৩৪, খলনায়ক বদনাম ২৩৬

তৈমুর ২৪১-২৬৭

মোঙ্গল-মোগল-বারলাস ২৪৩, তৈমুরের আত্মকথা ২৪৪, কেমন মুসলমান! ২৪৫, নাটকের তৈমুর ২৪৭, দয়ালু ও প্রজাপালক? ২৪৮, ভেড়াচোর? ২৫০, চেহারা-স্বভাবচরিত্র ২৫২, যোদ্ধা বনাম দার্শনিক ২৫৩, দিল্লি হামলা ২৫৫, অনুবাদকের বিশ্বাসযোগ্যতা? ২৫৯, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ২৬১, ইউরোপের সঙ্গে যোগ ২৬২, শেষ যাত্রা ২৬৩, রাজার শাপ ২৬৪ সাক্ষাৎ শয়তান? ২৬৫

অন্ত্যকথা ২৬৮ ■ কালপঞ্জি ২৭৪ ■ সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকাপঞ্জি ২৭৫ ■ নির্ঘণ্ট ২৮৫

'কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎপরিমাণে আছে; তবে সর্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদ্‌গুণের ভাগই অধিক, অসদ্‌গুণের ভাগ অল্প, সে ব্যক্তিকে আমরা ভালো লোক বলি; যাহার সদ্‌গুণের ভাগই অল্প, অসদ্‌গুণের ভাগ অধিক, তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্যহৃদয় বিভক্ত।' **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

লেখকের কথা

যাঁদের কথা নিয়ে এই বই, তাঁরা সকলেই ইতিহাসের নামি চরিত্র। তবে নাম যত, দুর্নাম তার চেয়ে অনেক বেশি। আর, সেই জন্যই বুঝি ইতিহাসে তাঁদের স্থান পাকা হয়ে গিয়েছে। সব দেশেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দিতে পড়ানো হয় মহৎ মানুষদের জীবনী। বড়ো হয়ে অপ্রিয় মানুষদের কথাও পড়তে হয় ইতিহাসের ধারাবাহিক পাঠ গ্রহণের জন্য। সেখানে ওই তথাকথিত খারাপ মানুষদের প্রসঙ্গে তাঁদের নানা কুকীর্তির কথাই বেশি থাকে। মনীষীরা চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন, আর খলনায়কেরা ধিক্কার কুড়োন যুগে যুগে, যেন অনন্ত নরকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। তা হলেও, দেবীর বিগ্রহের পাশে অসুরের মতো তাঁদের বাদ দিয়ে ইতিহাস লেখা যায় না।

শুধু কী তাই, যদি তালিকা করা হয় ইতিহাসের প্রভাবশালী মানুষদের— তালিকা বিভিন্ন জনের বিচারে বিভিন্ন রকম হলেও, সব তালিকাতেই প্রথম একশো জনের মধ্যে মহান ব্যক্তিদের কেউ কেউ বাদ গেলেও দেখা যাবে ঠিক জায়গা করে বসে আছেন বেশ কিছু খারাপ মানুষ। নানা অন্যায় কর্মে লিপ্ত থাকলেও, এককালে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাঁরাও ভালো-মন্দ যেমনই হোক, ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন।

যেমন, মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাইকেল এইচ হার্টের বহুল প্রচারিত *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History* বইয়ে একশো প্রভাবশালীর তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন কলম্বাস, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমেরিকা মহাদেশের আদিম মানুষদের নিশ্চিন্ত জীবনকে তছনছ করে ফেলার, তিনি ও তাঁর দল সেখানে ব্যাপক হিংসা ও অত্যাচারের জন্য দায়ী। আবার, ২১তম স্থানাধিকারী চেঙ্গিজ খান যেখানেই সৈন্য নিয়ে গেছেন আত্মসমর্পণ না করলে রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছেন। সে-রকম ৩৫তম স্থানে উইলিয়াম শেকসপিয়রের ওপরেই হিটলার, ৬৬তম হয়েছেন পিজারো, ৬৮তম রানি প্রথম ইসাবেলা এবং ৮৪তম ভাস্কো দা গামা। এঁরা প্রত্যেকেই দুই খণ্ডে বিভক্ত আমাদের এই বইয়ের বিচারাধীন 'আসামি'। হার্ট যদি তালিকা প্রসারিত করতেন এবং এশিয়ার দিকে আরও একটু নজর দিতেন, তা হলে চেঙ্গিজ ছাড়াও এই মহাদেশের আরও কিছু খলনায়কের নাম যে তাতে যুক্ত হত তা জোর দিয়ে বলা যায়।

শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভালো, নিজে থেকে কাউকে আমরা খলনায়ক বলছি না। ইতিহাসে যাঁরা খলনায়ক হিসেবে নানা কারণে চিহ্নিত, তাঁদেরই কয়েকজনকে এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পুনরাবলোকনের জন্য। ইতিহাস যাঁদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দিয়েছে, তাঁদের আমরা একটা পুনর্বিচারের সুযোগ দিতে চাই প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে।

আর তা করতে গিয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় উঠে এসেছে যা সাধারণ পাঠকের আগে জানার সুযোগ ছিল না এবং ইতিহাসের ছাত্ররাও হয়তো একদিন এঁদের পুনর্মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হবেন এই নব অনুসন্ধানের আলোকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কীভাবে প্রচলিত ইতিহাসের বাইরে গিয়ে নতুন কথা বলার সাহস পাচ্ছি?

ইতিহাস রচিত হয় দু' ভাবে— এক, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পাথুরে প্রমাণ; দুই, গ্রন্থাগার পদ্ধতি। আমরা দ্বিতীয়টি অবলম্বন করেছি। চেষ্টা করেছি সমসাময়িক ইতিহাস, যাকে প্রাইমারি সোর্স বলা হয় সেই ধরনের লিখিত প্রমাণ সংগ্রহ করতে। পরিশ্রমসাধ্য কাজ, কিন্তু আগেও তো এগুলি ছিল, তা হলে নতুন কী যোগ করলাম? শুধু তথ্য সংগ্রহ করলেই হয় না, বিশ্লেষণও দরকার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য। মূল তথ্য ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ আমাদের সহায়।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাই, এ ধরনের বই বাংলায় আগে কখনও লেখা হয়নি, এমনকি ইংরেজিতেও একসঙ্গে অনেকগুলো কলঙ্কিত চরিত্র নিয়ে বই লেখার কথা আগে কেউ ভেবেছেন এমন তথ্য পাইনি। আলাদা করে অল্প কয়েকজন বা একজনকে নিয়ে বই কিছু আছে, সে-সব প্রয়োজনমতো আমাদেরও কাজে লেগেছে। কিন্তু সবাইকে, অন্তত প্রধান কিছু চরিত্রকে একজায়গায় পাওয়ার উপায় নেই। এ বই আশা করি সে-অভাব পূরণ করবে।

তা ছাড়া, এই বই একটা গ্যালারির মতো। বলতেই পারেন, 'রোগ'স গ্যালারি'। দুষ্টদের প্রদর্শনী ঘর। কতটা দুষ্ট, আদৌ দুষ্ট কি না সেটা বোঝার জন্য ঢুকতে হবে এই প্রদর্শনী ঘরে। জানবেন, সে এক রোমাঞ্চকর দেখা! যেন ইতিহাসের চলমান দৃশ্যাবলি। খ্রিস্টাব্দের প্রায় শুরু থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত, দু' হাজার বছরের ইতিহাস। প্রথম খণ্ডে ১৫ শতকের গোড়া অবধি। বাকিটা দ্বিতীয় খণ্ডে।

শুধু ভারত বা এশিয়া নয়, ইউরোপ-আমেরিকা-সহ প্রায় গোটা বিশ্বের আলোড়নকারী বিভিন্ন ঘটনার রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতির এপার-ওপার সংযোগ, জলস্থল জুড়ে মানুষের দাপাদাপি, মানবচরিত্র, হিংসা, লালসা, অহংকার, সে-সব তো আছেই, তারই সঙ্গে ক্রুর (সবাই হয়তো ক্রুর না) মানুষের অন্য মুখ, ধ্বংসের পাশাপাশি গঠন। কু-এর পাশে সু, একই মানুষের মধ্যে সুরাসুর অদ্ভুত সহাবস্থান।

ঐতিহাসিকেরা সখেদে অনুভব করেন গুজব, লোককথা, কিংবদন্তির বিরুদ্ধে ইতিহাসের এক অসম লড়াই। ইতিহাস নয়, বিরুদ্ধ স্রোতই সেখানে বেশি শক্তিশালী। ভারত-ইতিহাস পড়তে গিয়েও আমরা দেখি আজও সেসব আগাছা ইতিহাসের ইমারত জড়িয়ে বেড়ে চলেছে। উপড়ে ফেললেও যাবার নয়। এখানে সেগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা আছে। সাধ্যমতো প্রয়াস করেছি প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের, অজস্র প্রাথমিক সূত্র থেকে, যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে।

পরিশেষে জানাই, বিদেশি নাম উচ্চারণ বুঝে লিখেছি। প্রাচীন ও আধুনিক সূত্র উল্লেখ করেছি বিস্তর পরিমাণে, যেখানে যেমন দরকার। ভাষা, বয়ান, ভঙ্গি উপ-শিরোনাম সহযোগে যতখানি সম্ভব পাঠক-সহায়ক গদ্য, যাতে তরতর করে পড়া যায়। শুকনো জ্ঞান নয়, এক সুখপাঠ। পড়তে পড়তে মনে হতে পারে, সসাগরা পৃথিবী এবং নিরবধি কাল অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আপনারই দিকে। বই শেষ করে জানাবেন কেমন লাগল? ■

খলনায়ক কারে কয়

আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ অর্থাৎ ইহুদিধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মতো, ঈশ্বরের বিপরীতে কোনো অশুভ সত্তার অস্তিত্ব হিন্দুধর্মে নেই। আর, সেইজন্যই বোধহয় ইংরেজি ইভ্‌ল (evil) শব্দের সঠিক কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে মন্দ, অসৎ ইত্যাদি কথা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। কিন্তু ইভ্‌লের যে ভীতি উদ্রেককারী শক্তি, ভালোর বিপরীতার্থক ওই শব্দগুলোতে তার ছিটেফোঁটাও নেই।

শয়তান

একটু লক্ষ করলে দেখবেন, আরবি ইব্‌লিশ এবং ইংরেজি ইভ্‌ল, দুইয়ের মধ্যে একটা ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। বাংলাতেও ইব্‌লিশের ব্যবহার শুধু মুসলিম সমাজের পরিভাষাতেই সীমিত নয়, বিরল হলেও সাহিত্যে তার প্রয়োগ আছে। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের খুব চেনা কাব্যগ্রন্থ *ইবলিশের আত্মদর্শন*। তারও আগে, কাজী নজরুল ইসলামের লেখায় বেশ কয়েকবার কথাটা এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমানি লব্‌জ হিসেবে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শুরুর দিকে লিখতেন এই ইবলিশ ছদ্মনামে। মুসলমানি শব্দ গ্রহণে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা অভিধানগুলি যথেষ্ট উদারতা দেখায়নি। তাই চেনা শব্দ হলেও অনেক অভিধানেই পাওয়া যায় না ইবলিশ।

যাই হোক, আমরা খুঁজতে চাইছি ইভ্‌ল এবং ইব্‌লিশের মধ্যে সম্পর্ক। অনেকে মনে করেন, আরবি ইব্‌লিশের উৎস প্রাচীন গ্রিক শব্দ ডায়াবোলস (diabolos) থেকে। তারও অর্থ শয়তান, আর সেখান থেকেই এসেছে ইংরেজি ডেভিল (অপদেবতা) শব্দ। ডেভিল এবং ইভ্‌ল, এ দুটিও পরস্পর-সম্পর্কিত এবং দুইয়েরই প্রায় একই মানে। কোরানে ইব্‌লিশ এবং শয়তান ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে, সেখানেও এ দুইয়ের অর্থ প্রায় এক। তা ছাড়া, শয়তান নিছক মুসলমানি শব্দ নয়, এখন তা সর্বজনব্যবহৃত বাংলা শব্দই হয়ে গেছে।

সেটান (satan) শব্দ ইংরেজিতে এসেছে হিব্রু, গ্রিক, লাতিন ইত্যাদি প্রাচীন ভাষাগুলি ঘুরে। আরবি ভাষাও হিব্রু এবং গ্রিকের কাছে ঋণী। এই সব ক-টি ভাষাতেই সেটান এবং শয়তান শব্দের ব্যবহার হয়ে এসেছে একই অর্থে। ইংরেজিতে যার আভিধানিক অর্থ, প্রধান দুষ্ট আত্মা বা মানুষের প্রধান শত্রু। তারই ইংরেজি প্রতিশব্দ ডেভিল।

ধর্মগ্রন্থে শয়তান

বাইবেলে বহু জায়গায় সেটানের উল্লেখ রয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে সে জিহোভার বিপক্ষ শক্তি। ইহুদি ধর্মে ঈশ্বরের অন্যতম নাম জিহোভা। নিউ টেস্টামেন্টেও আছে শয়তান প্রসঙ্গ। তার সম্পর্কে যিশু বলেছেন, 'সেই আদি থেকেই সে তো এক নরঘাতক। সে সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেনি কখনও, যেহেতু তার অন্তরে সত্যের কোনো স্থানই নেই।'[১]

জরথুষ্ট্রবাদ আব্রাহামীয় ধর্মগুলির চেয়েও পুরোনো। প্রায় চার হাজার বছর আগের, ইরানের এই ধর্ম একেশ্বরবাদী পরম্পরায় আদিতম। আজও ইরান ও ভারতে এর অনুসারীরা রয়েছেন (এ দেশে তাঁরা পারসি নামে পরিচিত), ক্রমহ্রাসমান অতি অল্প সংখ্যায়। ইহুদিধর্ম, যা খ্রিস্টীয় ও ইসলাম ধর্মের আগের, তার সঙ্গে জরথুষ্ট্রবাদের কিছু মিল আছে।[২] সম্ভবত, জরথুষ্ট্রবাদই প্রথম সৎ ও অসৎ, এই দুই বিপরীত শক্তির কথা বলেছে। সেখানে অজি দহাক (পারসি ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় এই নামই আছে) হল সেই অশুভ শক্তি, যা আহুর মাজদা অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরোধী।

গোড়াতেই লিখেছি, ঈশ্বরবিরোধী অপশক্তির ধারণা হিন্দুধর্ম বা অন্য কোনো ভারতীয় ধর্মে নেই। হিন্দু দর্শন অনুযায়ী, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ তিন প্রকার। পূর্বজন্মের কর্মফল বা এই জন্মে নিজেরই কোনো ভুল, জেনেশুনে বা অজ্ঞতাসারে। দ্বিতীয়, বাইরের কারণ অর্থাৎ অন্য মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ বা জীবজন্তুর আক্রমণ। তৃতীয়, অতিপ্রাকৃতিক কারণ।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে মার নামে এক অপশক্তির কথা বলা হয়েছে। শব্দটি এসেছে মরা থেকে। মুক্তি বা নির্বাণের পথে বাধা হল মার। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকে সে সুন্দরী রমণীর বেশ ধরে সাধনায় বিপথগামী করার চেষ্টা করেছিল। বুদ্ধের ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তাই মার-কে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনকারী মানুষের চিরশত্রু শয়তানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তবে আপাতদৃষ্টিতে সে-ও এক তামসিক শক্তি।

হিন্দু পুরাণেও দেবতার উলটো পিঠে আছে অসুর, দানব, দৈত্য বা পিশাচ। কিন্তু হিন্দুধর্ম এত বৈচিত্র্যসম্পন্ন যে সেগুলো থেকে সোজাসুজি ভালোমন্দের বিভাজন করা সম্ভব নয়। ভালোমন্দ দেবতা এবং অসুর উভয়ের মধ্যেই বর্তমান। রামায়ণে রাবণ খলনায়ক হলেও তাকে পুরোপুরি শয়তান চরিত্র বলা যায় না। তারও বহু গুণ ছিল। এমনকি, এখনও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা রাবণের আরাধনা করেন। হিন্দু পুরাণ এরকমই, পুরোপুরি সৎ বা পুরোপুরি অসৎ এমন কোনো ছকে বাঁধা নয়। আবার, হিন্দু পুরাণে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বেরও ছায়া পড়েছে। যেহেতু, পৌরাণিক কাহিনিগুলি প্রধানত আর্যদের দ্বারা নির্মিত, মূল নিবাসী অনার্যদের সেখানে দেববিরোধী অসুর, রাক্ষস বা দৈত্যরূপে চিত্রিত হওয়া অসম্ভব নয়।

কোরানে আছে, 'দেবতাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে প্রণাম করো,

তাহাতে শয়তান ব্যতীত (অন্য সকলে) প্রণাম করিয়াছিল; সে প্রণামকারীদিগের অন্তর্গত হয় নাই।' অনুবাদ গিরিশচন্দ্র সেনের[৩]। তাঁর ভাষায় ফেরেশতা হয়েছে দেবতা, সেজদা প্রণাম। সংস্কৃতিভেদে মানুষের ধারণা কেমন পালটায়, এ তার একটা ছোটো উদাহরণ। এতে দোষের কিছু নেই, গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ বিনা আপত্তিতে মুসলমানরাও পড়েন।

সাহিত্যে শয়তান

যাই হোক, সেখানে যেটা বিচার্য তা হল, শয়তানের একটাই অপরাধ, সে মানুষের সামনে নত হতে চায়নি, ঈশ্বরের আদেশ সত্ত্বেও। সুফি কবিরা কেউ-কেউ বিষয়টাকে অন্যভাবেও দেখেছেন, শয়তান এতই ঈশ্বরভক্ত যে, প্রভু ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নোয়াতে রাজি নয়। ইসলামের মূল কথাও তা-ই, আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য।

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মোহাম্মদ ইকবাল তাঁর কবিতায় (*পয়ামে মশরিক*) লিখেছেন, 'শুভ-অশুভ কীভাবে বর্ণনা করি?/ সমস্যা খুবই জটিল, ভাষা ভেঙে যায়/ ডালের গায়ে তুমি দেখছ ফুল আর কাঁটা/ কিন্তু ওই ডালটার ভেতর না আছে ফুল না কাঁটা।' এই প্রসঙ্গে কবিপুত্র জাভেদ ইকবালের ব্যাখ্যা, 'অশুভ নিছক অন্ধকার নয় যা সামনে আলো পড়লে অপসারিত হবে। অন্য কথায়, অশুভর কোনো নঞর্থক অস্তিত্ব নেই। সে-ও ইতিবাচক।'[৪] আর-এক কবি সব্‌জওয়ারির ভাষায়, 'শুনেছ নিশ্চয় সে কোনো অশুভ সৃষ্টি করেনি/ সত্যি কথা, অহিতকারী বলে কিছু হয় না/ তোমার অন্তরের আয়না যদি নিষ্প্রভ না হয়ে গিয়ে থাকে/ কুৎসিত ব্যক্তিকেও দেবদূতের মতো সুন্দর মনে হবে তোমার।'[৫]

সতেরো শতকের ইংরেজ কবি জন মিলটনের মিলহীন ছন্দে লেখা মহাকাব্যিক রচনা *প্যারাডাইস লস্টে*র প্রধান চরিত্রই শয়তান। কবি সহানুভূতির সঙ্গে সেই চরিত্র এঁকেছেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার মূর্খতার পরিচয়। কিন্তু তারও কিছু গুণ আছে, ধাঁধার চেয়েও বড়ো রহস্য সে। নায়ক হবার ক্ষমতা তার ছিল, কিন্তু সেই সম্ভাবনার মূলে সে নিজেই কুঠার হেনেছে ভুল পথ বেছে নিয়ে।

কেড-কেউ একথাও মনে করেন যে, শয়তানই আসল নায়ক *প্যারাডাইস লস্টে*র। সেই ধারণার পথিকৃৎ মিলটনের সমসাময়িক কবি-সমালোচক-অনুবাদক-নাট্যকার ও ইংল্যান্ডের প্রথম রাজকবি জন ড্রাইডেন। মিলটনের চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড়ো সে-আমলের বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির মতে, 'শয়তান হয় বোকা নয় নায়ক। মিলটনের লেখা কিন্তু তাকে বোকা মনে করতে দেয় না।' ইংরেজি সাহিত্যের আর-এক নক্ষত্র আঠারো শতকের কবি উইলিয়াম ব্লেকের বিচারে, শয়তানের প্রতিই মিলটনের আসল সহানুভূতি।[৬]

মিলটন *প্যারাডাইস লস্ট* লেখার প্রায় দুশো বছর পরে বাংলার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখেন *মেঘনাদবধ কাব্য*। ইংরেজ কবির অনুসরণেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন মিলহীন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, যার ব্যবহার বাংলায় সেই প্রথম। যদিও তাঁর কাব্যের মূল ভাবনা রামায়ণ থেকে নেওয়া, তা হলেও সেখানে রাবণ খলনায়ক থেকে নায়কে পরিণত। রামের প্রতি সমাজের চিরাচরিত ভক্তি থেকে কবি সেখানে নিজেকে দূরে রেখেছেন। খোলাখুলি গুণকীর্তন করেছেন রাবণের, ওই লেখায় এবং পরেও বিভিন্ন সময়ে।

এক ধিক্কৃত চরিত্রকে মহৎ রূপে উপস্থাপন করে মাইকেল শুধু সাহিত্যেই নয়, সমাজ ও ইতিহাসবীক্ষণেও এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেন। বঙ্গভাষাবিদ ইংরেজ অনুবাদক উইলিয়াম রাদিচে *মেঘনাদবধ কাব্য* পড়ে অত্যন্ত জরুরি একটা কথা বলেছেন, যা আমাদের এই আলোচনাতেও প্রাসঙ্গিক, 'এতে বাল্মিকীর মূল রামায়ণের ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি আমরা, সেই মহাকাব্য যার মধ্যে মানবজীবনের রহস্য ও জটিলতা খোঁজার চেষ্টা রয়েছে, যা শুধুমাত্র নীতিপাঠের উপযোগী ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বেই সীমিত নয়।'[৭]

সবই আপেক্ষিক?

স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের মূল্যায়ন কীভাবে বদলে যেতে পারে তার এক উদাহরণ সতেরো শতকের ইহুদি দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজা। তাঁকে হল্যান্ডের শহর আমস্টার্ডমের রক্ষণশীল ইহুদি সমাজ একঘরে করে রেখেছিল, তাঁর ধর্মবিরোধী লেখা ও স্বাধীন মতামত সহ্য হত না বলে। সেই স্পিনোজাকেই তাঁর জন্মের ত্রিশতবার্ষিকীতে ইহুদি সমাজই সম্মান জানিয়েছে, কারণ পরে তাঁদের মনে হয়েছে, ওঁর লেখায় এমন কিছু আছে যা আসলে ইহুদিদের অনুকূলেই।

সময়, সমাজ ও পরিবেশের তারতম্যে বিচার অনেকসময় পালটে যায়। আজকের খলনায়ক হয়ে উঠতে পারেন কালকের নায়ক, তেমনই এক সম্প্রদায় বা এক দেশের চোখে যিনি খলনায়ক আর-এক সমাজ বা আর-এক দেশে তিনিই আবার নায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন, এমন ঘটনাও তো আকছার ঘটতে দেখা যায়। রাবণ-মহিষাসুরেরও কিছু ভক্ত আছে। তা ছাড়া, শয়তান যদি নায়ক হতে পারে, তা হলে সবই সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন আমাদের শিখিয়েছে, এই পৃথিবীতে যাবতীয় বস্তু বা ধারণা আপেক্ষিক। বিশ্বাসের বেলায় প্রযোজ্য হলেও, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরম সত্য বলে কিছু নেই।

পুরোপুরি খারাপ বা পুরোপুরি ভালো, মানুষকে এভাবে ভাগ করা যায় না। এ কথা এখন অনেকেই মানেন। অনলাইন মন্তব্যে, লেখালেখিতে প্রায় তা চোখে পড়ে।[৮] এমন কোনো সীমাও টানা যায় না যে, কেউ খানিকটা ভালো বা খানিকটা খারাপ। মানুষের চরিত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে, কিন্তু সব মানুষই ভালোমন্দ মিশিয়ে, কারও হয়তো খারাপ দিকটাই বেশি প্রকট, কারও ভালো। মাত্রার তফাত, ক্ষেত্রবিশেষে পাল্লা হয়তো একটা দিকে বেশি ঝুঁকে।

'ব্রেকিং ব্যাড' নামে এক অত্যন্ত জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের নায়িকা মার্কিন অভিনেত্রী অ্যানা গান। এই সংবেদনশীল অভিনেত্রীও একই কথা বলেছেন একটু ঘুরিয়ে, 'কেউই পুরোপুরি ভালো বা পুরোপুরি খারাপ নন, কেউই শুধু আলো বা শুধু অন্ধকার এমন নন। প্রত্যেকের ভেতর রয়েছে বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন দিক।' সেইসঙ্গে আরও যে-কথা তিনি বলেছেন তা চমকে দেবার মতো, 'একই মানুষের মধ্যে মিলেমিশে থাকতে পারে মহৎ এবং অন্ধকার বিপজ্জনক ভাবনা।' অর্থাৎ, অমিশ্র ভালো বা অমিশ্র খারাপ বলে কিছু নেই।

বাইবেলে পাপীদের জন্য যে নরকবাসের কথা আছে তার এক উদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আধুনিক বাইবেল-পণ্ডিতদের কেড-কেউ। তাঁদের বক্তব্য, কোনো মানুষ এত খারাপ হতে পারে না যে সে অনন্তকাল নরকে পচবে বা কোনো মানুষ এত ভালোও হতে পারে না যে,